গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১
বাজেট অধিশাখা-২

নং-০৭.০০.০০০০.১০২.০০২.০০১.২০১৮-**৪২৫**

তারিখঃ ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঃ / ৩০ জুলাই, ২০১৮খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়: **সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।**

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

(ক) এই নীতিমালা **'সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা' ২০১৮** নামে অভিহিত হবে।

(খ) এই নীতিমালা ০১-০৭-২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞাঃ

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়-

(ক) **গৃহ নির্মাণ ঋণ অর্থ** বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক ঋণ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণকে বুঝাবে;

(খ) **সরকারি কর্মচারী** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী (বেসামরিক/সামরিক)। রাষ্ট্রায়ত্ব ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, পৃথক বা বিশেষ আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীগণ এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে না;

(গ) **ঋণ গ্রহিতা** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/কার্যালয়সমূহে কর্মরত সরকারি কর্মচারী যারা এই নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন;

(ঘ) **সরকার** বলতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;

(ঙ) **ক্রয়** বলতে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর ছাড়াও সরকারি সংস্থা হতে গৃহ নির্মাণের জন্য লীজ গ্রহণকেও বুঝাবে।

৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

(ক) গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের জন্য আবেদনকারী সরকারি কর্মচারীর চাকুরী স্থায়ী হতে হবে।

(খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) বছর।

(গ) কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রজু এবং দুর্নীতি মামলার ক্ষেত্রে চার্জশীট দাখিল হলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) সরকারি চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কোন কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

৪। ঋণ প্রাপ্তির শর্তঃ

(ক) এ নীতিমালার আওতায় একজন সরকারি কর্মচারী দেশের যেকোন এলাকায় গৃহনির্মাণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) গৃহ নির্মাণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভবনের নকশা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(গ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে।

(ঘ) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে আবেদনকারীর একটি হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন/ভাতা/পেনশন এবং গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(ঙ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণকৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ তৈরি ফ্ল্যাটের' শর্ত শিথিল করা যাবে।

৫। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানঃ

(ক) সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে।

(খ) সরকার অন্য যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে।

৬। তহবিলের উৎসঃ

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব তহবিল হতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

৭.১ ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণঃ

(ক) **গ্রাহক নির্বাচনঃ**

ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালায় অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার নির্ধারিত সিলিং (সংযোজনী-ক) অনুসরণে ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

(খ) **ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়াকরণঃ**

(১) সরকারি কর্মচারী ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান-এর পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোন শাখা অফিস হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যথাযথ পদ্ধতি (Due diligence) অনুসরণ করে সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করবে। তবে, সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রি-পক্ষীয় ডিডের মাধ্যমে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে।

(২) ঋণ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ব্যাংক সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

(৩) সরকারি কর্মচারী উক্ত সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউলসহ (Negotiated repayment schedule) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মঞ্জুরীপত্র জারী করার জন্য অর্থ বিভাগে আবেদন প্রেরণ করবে।

(৪) অর্থ বিভাগ উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক সরকারি মঞ্জুরীর আদেশ জারী করবে। অর্থ বিভাগ এরূপ প্রক্রিয়া ই-নথিতে সম্পন্নপূর্বক ই-সাইনের মাধ্যমে মঞ্জুরী আদেশ দ্রুততার সাথে জারী করবে।

(গ) **ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণঃ**

(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং (সংযোজনী-ক) ও বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক due diligence-এর মাধ্যমে নিরূপিত পরিমাণ-এ দুয়ের মধ্যে যা কম সেপরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। তবে সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় এবং ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন ফি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(২) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট (Debt) ইক্যুইটি রেশিও হবে ৯০:১০।

(ঘ) **ঋণের সুদঃ**

(১) সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ১০%। এটি হবে সরল সুদ এবং সুদের উপর কোন সুদ আদায় করা হবে না। ঋণ গ্রহিতা কর্মচারী ব্যাংক রেটের সমহারে (বর্তমানে যা ৫%) সুদ পরিশোধ করবে।

(২) সুদের অবশিষ্ট অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করবে।

(৩) সরকার সময়ে সময়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক সুদের উপরোক্ত হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। তবে পুনঃনির্ধারিত অনুরূপ সুদের হার কেবল মাত্র নুতন ঋণ গ্রহিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি অথবা আগাম ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হবেনা।

(চ) সম্পত্তি বন্ধকীকরণঃ

(১) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের পূর্বে যেসম্পত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে তা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর রেজিস্টার্ড দলিলমূলে বন্ধক প্রদান করতে হবে।

(২) বাস্তুভিটাতে বাড়ি করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার মালিকানাধীন অপর কোন সম্পত্তি বন্ধক প্রদান করা যাবে।

(ছ) মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তিঃ

(১) গৃহ নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ চারটি কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হবে, যা বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক পর্যায়ে চূড়ান্ত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ব্যাংক শাখার নির্ধারিত হিসাব হতে ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হবে।

(২) সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ এক কিস্তিতে প্রদান করা যাবে।

৭.২ ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতিঃ

(ক) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আসল, কর্মচারী প্রদেয় সুদ এবং ভর্তুকি বাবদ সরকার প্রদত্ত সুদ পৃথকভাবে প্রদর্শনপূর্বক ঋণ পরিশোধের সিডিউল প্রস্তুত করবে।

(খ) ঋণ গ্রহিতাগণকে ক্রমহ্রাসমান (Reducing balance) আসল টাকার উপর বার্ষিক ১০% সরল সুদে (৫% কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় এবং ৫% সরকার কর্তৃক ভর্তুকি হিসেবে প্রদেয়) ঋণ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সুদের উপর কোন সুদ আরোপ করা হবে না।

(গ) অনিবার্য কারণবসত মাসিক কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে, বিলম্বের জন্য আরোপযোগ্য সুদ শেষ কিস্তির সাথে যুক্ত হবে।

৭.৩ ঋণের মেয়াদকাল ও আদায় পদ্ধতিঃ

(ক) **ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ**

(১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল হবে সর্বোচ্চ ২০ বছর।

(২) গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ঋণের অর্থ প্রাপ্তির এক (০১) বছর পর এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির ছয় (০৬) মাস পর ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হবে।

(খ) **ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় পদ্ধতিঃ**

(১) ঋণ গ্রহিতা যেব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করবে সেব্যাংকে তার মাসিক বেতনের হিসাব খুলতে হবে। ঋণ গ্রহিতার মাসিক বেতন/ভাতা (সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির অংশসহ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

(২) ঋণের কিস্তি ঋণ গ্রহিতার বেতন হিসাব হতে ঋণের মেয়াদকাল পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে।

(৩) ঋণ গ্রহিতার ব্যাংক হিসাব হতে প্রতি মাসে বেতন/ভাতা/ভর্তুকি জমা হওয়ার পর ঋণের কিস্তির টাকা প্রথমেই বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তন করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক উত্তোলনযোগ্য হবে।

(৪) ঋণ গ্রহিতা যদি অন্যত্র বদলী হয়ে যান তাহলে তাঁর সর্বশেষ বেতন সনদে গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে নতুন কর্মস্থলে তাঁর বর্তমান ব্যাংক হিসাব স্থানান্তর করে নিতে হবে।

(৫) ঋণ গ্রহিতার অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহিতা তাঁর পিআরএল সময়কাল পর্যন্ত সরকার প্রদত্ত সুদ বাবদ ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্য হবেন। অবসর গ্রহণের পর সরকার কোন ভর্তুকি প্রদান করবে না।

(৬) অবসর গ্রহণের পর ঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে (১০%) প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন (Re-arrange) করে নিতে পারবেন।

(৭) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পুনঃতফসিলকৃত ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহিতার মাসিক পেনশনের টাকা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(গ) স্বেচ্ছায় অবসর, চাকুরিচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আদায় পদ্ধতিঃ

(১) কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করলে অথবা সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান/চাকুরী হতে বরখাস্ত/চাকুরীচ্যুত করা হলে আদেশ জারীর তারিখ হতে ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে।

(২) এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতাকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পোর্টফোলিও অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ প্রদান করতে হবে। অপরিশোধিত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পেনশন সুবিধা/আনুতোষিক হতে আদায় করা হবে।

(ঘ) ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু হলে আদায় পদ্ধতিঃ

(১) কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে সেক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক পেনশন দ্বারা সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে (১০%) যতটুকু কিস্তি পরিশোধ করা যায় সেপরিমাণ আদায় সাপেক্ষে অবশিষ্ট ঋণের অংশ তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক হতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

(২) যদি আনুতোষিক এবং প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয় তাহলে, তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট হতে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে অপরিশোধিত টাকা আদায়যোগ্য হবে।

(৩) এক্ষেত্রে অপরিশোধিত পাওনা আদায়ের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম পরিপালনযোগ্য হবে।

৮। সরকার কর্তৃক সুদ বাবদ ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতিঃ

(ক) এ নীতিমালায় সংযুক্ত মডেল সিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি ঋণ হিসাবে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে সুদ বাবদ প্রাপ্য মাসিক ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। অর্থ বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নামে জারীকৃত মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী উক্ত কর্মচারীর বেতন বিলের সাথে সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অংশ যুক্ত হবে।

(খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মাসিক বেতন/ভাতা ব্যাংক হিসাবে জমা হলে উক্ত হিসাব হতে ঋণের পূর্ণ কিস্তি আদায় করবে যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় আসল ও সুদ এবং সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯। ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

(ক) গৃহ নির্মাণ ঋণের ভর্তুকি বাবদ সরকার সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেটে নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ রাখবে।

(খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি সরকারি কর্মচারীদের নিকট হতে ঋণের আবেদন অনলাইনে (Online) গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া (Due diligence) অনুসরণ পূর্বক বাছাই কার্য সম্পন্ন করবে। প্রাপ্ত আবেদনের ক্রমানুসারে ঋণ প্রদান করা হবে।

(গ) একজন সরকারি কর্মচারী এ নীতিমালার আওতায় একবারে একটি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বরাবরে আবেদন করতে পারবে। তবে ঋণ প্রাপ্তির সকল যোগ্যতা থাকলে এবং শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অপারগতার কারণে তার আবেদন গৃহীত না হলে তিনি অপর কোন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বরাবরে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

১০। সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনঃ

প্রতিটি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালার আওতায় সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক/চুক্তি সম্পাদনপূর্বক সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করবে।

১১। মনিটরিং:

অর্থ বিভাগের আওতায় গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এই নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

১২। অস্পষ্টতা দুরীকরণঃ

এই নীতিমালায় বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে তা সরকার এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিস্পত্তি করা যাবে।

১৩। এ নীতিমালাটি সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণার্থে প্রণয়ন ও জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-৩০/০৭/২০১৮
(আব্দুর রউফ তালুকদার)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
অর্থ বিভাগ।

নং-০৭.০০.০০০০.১০২.০০২.০০১.২০১৮-**৪২৫**

তারিখঃ ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঃ / ৩০ জুলাই, ২০১৮খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০২। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা (তাঁর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৩। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ) (তাঁর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৫। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (তাঁর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৬। কন্ট্রোলার জেনারেল, ডিফেন্স ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৭। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
০৮। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ,অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা।
১৪। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
১৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ...(সকল)।
১৬। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩০/৭/১৮
(মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬০২৯

সংযোজনী-ক

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্রমিক নং	বেতন গ্রেড/স্কেল	ঢাকা মহানগরী/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
১।	৫ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদুর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
২।	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
৩।	১৩ম গ্রেড হতে ১০ম (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
৪।	১৭তম গ্রেড হতে ১৪ম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
৫।	২০ তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ